Allah

কুরআনের আয়াত ও হাদীছ দ্বারা দুআ



সংকলনঃ শায়খ আবু তাহের

সংকলনঃ শায়খ আবু তাহের

MISCONCEPTION ABOUT ISLAM

কুরআনের আয়াত দ্বারা মুনাজাত

১

﴿اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

ইহ্‌দিনাস্ সীরাতাল মুস্‌তাকীমা। সিরাতাল্লাযীনা আন্‌আম্‌তা আলাইহিম। হায়রিল মাগ্‌যূবি আলায়হিম ওয়ালায্-যাললীনা-আমিন।

অর্থ : (হে আল্লাহ্!) আমাদেরকে তুমি সরল-সু-প্রতিষ্ঠিত পথে পরিচালিত কর যাদের উপর তুমি কৃপা করেছ-তাদের অবলম্বিত পথে। কিন্তু যাদের দণ্ডভাজন করা হয়েছে আর সুপথ-হারা হয়েছে যারা - তাদের পথে নহে। - (আল্লাহ্ তুমি কুবল কর)। - সূরা ফাতেহা ৬,৭ আয়াত।

২

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

রব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুন্‌য়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাঁও ওয়াকিনা আযাবান না-র।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরাওয়ারদেগার! আমাদেরকে তুমি দুনিয়াতে কল্যাণ প্রদান কর আর আখেরাতেও কল্যাণ প্রদান করিও। আর দোযখের আযাব হতে আমাদেরকে রক্ষা করিও। - সূরা বাকারা ২০১ আয়াত।

৩

﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ﴾

"সামি'না ওয়া আতা'না গুফরা-নাকা রব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর।

অর্থ : (হে আমাদের প্রভু-পরাওয়ারদেগার।) আমরা তোমার বাণী শ্রবণ করলাম ও তোমার আদেশ মান্য করলাম। তোমার ক্ষমা ভিখারী আমরা - হে আমাদের প্রভু-পারওয়ারদেগার আর আমাদের প্রতাবর্তন তো তোমারি পানে। -সূরা বাকারা ২৮৫ আয়াত।

৪

﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

'রব্বানা লা-তুআখিয্না ইন্নাসীনা আও আখতা'না ।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! যদি ভুলে যাই বা ভুল করে বসি, সেজন্য আমাদের অপরাধ তুমি ধরোনা । - সূরা বাকারা ২৮৬ আয়াত ।

৫

﴿رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾

রব্বানা ওয়ালা তাহ্মিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আলাল্লাযীনা মিন কাব্লিন ।'

অর্থ : আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমাদের পূর্ববর্তী-গনের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পন করেছিলে, আমাদের উপর সেরূপ ভার অর্পন করোনা । -সূরা বাকারা ২৮৬ আয়াত ।

৬

﴿رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

'রব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা তাকাতালানা বিহী, ওয়া'ফু আনা, ওয়া'গফিরলানা, ওয়ারহামনা আন্তা মাওলানা ফান্সুরনা আলাল কাওমিল কাফিরীন ।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরাওয়ারদেগার! আমাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কর্তব্যভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না। আর ক্ষমা কর আমাদেরকে, ক্ষমা করে দাও আমাদের পাপগুলিকে, দয়া কর আমাদের প্রতি, তুমিই আমাদের ওলী অভিভাবক; অতএব কাফের কওমের উপর আমাদেরকে তুমি জয়- যুক্ত কর । -সূরা বাকারা ২৮৬ আয়াত ।

৭

﴿رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾

'রব্বানা লা-তুযিগ কুলূবানা বা'দা উয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লা দুন্কা রাহ্মাতান, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরগুলোকে কুটিল হতে দিও না। আর রহমত হোক আমাদের প্রতি তোমার নিকট হতে - নিশ্চয় তুমি হলে বিপুল দানকারী।

-সূরা আল ইমরান ৭ আয়াত।

৮

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

'রব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফিরলানা যুনূবানা ওয়াকিনা আযাবান নার।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমরা ঈমান এনেছি; অতএব আমাদের পাপগুলোকে আপনি ক্ষমা করে দিন এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে নিও। - সূরা আল-ইমরান' ১৫ আয়াত।

৯

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾

'রব্বি হাবলী মিল্লাদুন্কা যুররিয়াতান তাইয়েবাতান, ইন্নাকা সামীউদ দুআ।'

অর্থ : প্রভু হে! তুমি আমাকে তোমার তরফ থেকে একটি সুসন্তান দান কর; নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। - আল ইমরান ৩৭ আয়াত।

১০

﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾

'রব্বানা আমান্না বিমা আন্যাল্তা ওয়াত্তাবা'নার রসূলা ফাকুতুবনা মাআশ্শাহিদীন।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার আমরা ঈমান এনেছি আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি; আর আমরা আনুগত্য অবলম্বন করেছি রসুলের প্রতি; অতএব সমর্থনকারীদের মধ্যে আমাদেরকে গণ্য করুন।

- আল-ইমরান ৫৩ আয়াত।

'রব্বানা লা-তুযিগ কুলূবানা বাদা উয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুন্‌কা রাহ্‌মাতান, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরগুলোকে কুটিল হতে দিও না। আর রহমত হোক আমাদের প্রতি তোমার নিকট হতে - নিশ্চয় তুমি হলে বিপুল দানকারী।

-সূরা আল ইমরান ৭ আয়াত।

৮

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

'রব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফিরলানা যুনূবানা ওয়াকিনা আযাবান নার।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমরা ঈমান এনেছি; অতএব আমাদের পাপগুলোকে আপনি ক্ষমা করে দিন এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে নিও। - সূরা আল-ইমরান' ১৫ আয়াত।

৯

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾

'রব্বি হাবলী মিল্লাদুন্‌কা যুরিরয়াতান তাইয়েবাতান, ইন্নাকা সামীউদ দুআ।'

অর্থ : প্রভু হে! তুমি আমাকে তোমার তরফ থেকে একটি সুসন্তান দান কর; নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। - আল ইমরান ৩৭ আয়াত।

১০

﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾

'রব্বানা আমান্না বিমা আন্‌যাল্‌তা ওয়াত্তাবা'নার রসূলা ফাকুতুবনা মাআশ্‌শাহিদীন।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার আমরা ঈমান এনেছি আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি; আর আমরা আনুগত্য অবলম্বন করেছি রসূলের প্রতি; অতএব সমর্থনকারীদের মধ্যে আমাদেরকে গণ্য করুন।

- আল-ইমরান ৫৩ আয়াত।

১১

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

'রব্বানাগ ফিরলান যুনুবানা ইস্‌রাফানা ফী আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্‌দামানা ওয়ানসুরনা আলার কাওমিল কাফেরীন ।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমাদের পাপগুলোকে এবং আমাদের কর্মসমূহে আমাদের সীমালংঘনকে তুমি ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দৃঢ় পদে বহাল রাখ, আর আমাদেরকে কাফেরদের উপর জয়যুক্ত রাখ । - আল -ইমরান ১৪৬ ।

১২

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

'রব্বানা মা খালাক্‌তা হাযা বাতিলান, সুব্‌হানাকা ফাকিনা আযাবান না-র ।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার! এ সমস্তকে তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি । মহিমান্বিত তুমি, অতএব আগুনের আযাব হতে তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে নিও । - সূরা আল ইমরান ১৯০ ।

১৩

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

'রব্বানা ইন্নাকা মান তুদ্‌খিলিন না-রা ফাকাদ আখ্‌যায়- তাহু, ওয়া মা লিয্‌য়ালিমীনা মিন আনসারে ।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরাওয়ারদেগার! যাকে তুমি আগুনে দাখেল করবে, তাকে তুমি হতমান করে ছাড়বে, আর জালেমদের জন্য কেউ থাকবেনা মদদ্‌গার । - সূরা আল ইমরান ১৯১ ।

১৪

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾

'রব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিয়াঁই ইয়োনাদী লিল ঈমানে আন আমিনূ বিরবিবকুম-ফা আমান্না ।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমরা শুনলাম এক ঘোষণাকারীর আহ্বান, তিনি আহব্বান করছেন ঈমানে দিকে, তিনি বলছেন তোমরা সকলে বিশ্বাস স্থাপন কর তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতি - সে মতে আমরা ঈমান এনেছি । - সূরা আর ইমরান ১৯২ ।

১৫

﴿رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ﴾

'রব্বানা ফাগ্‌ফিরলানা যুনুবানা ওয়া কাফ্‌ফির আনা সাইয়েআতিনা ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা মা আল আব্‌রার ।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভূ-পরাওয়ারদেগার তুমি আমাদের ভুল ক্রটিগুলোকে আমাদের মঙ্গলের জন্য ক্ষমা করে দাও, আমাদের মধ্যে যা কিছু মন্দ আছে সেগুলোকে আমাদের মধ্য হতে অপসারিত করে দাও! আমাদের মৃত্যু ঘটিও সাধু সজ্জনগণের সহগামী হিসেবে ।

- সূরা আল-ইমরান ১৯২ ।

১৬

﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾

"রব্বানা ওয়া আতিনা মা ওয়াআদ্ তানা আলা রসুলিকা ওয়ালা তুখ্‌যিনা ইয়াওমাল কিয়ামাতে ইন্নাকা লা-তুখ্‌লিফুল মীআদ ।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! তোমার রসুলগণের মারফতে আমাদেরকে যেসব ওয়াদা দিয়েছ- তা আমাদেরকে দান কর আর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করোনা নিশ্চয় তুমি ওয়াদার অন্যথা করবেনা । - সূরা আল-ইমরান ১৯৪ আয়াত ।

১৭

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"রব্বান যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা লা-নাকুনান্না মিনাল খাসিরীন।"

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি, কিন্তু তুমি যদি ক্ষমা না কর আমাদেরকে, আর তুমি যদি দয়া না কর আমাদের উপর - তাহলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

- সূরা আরাফ ২৩ আয়াত।

১৮

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾

'রব্বানা আফরিগ আলায়না সাব্‌রান ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা মুসলিমীন।'

অর্থ : হে আমাদের পরওয়ারদেগার! ধৈর্যধারণের সম্যক শক্তি আমাদেরকে প্রদান করো, আর তোমার প্রতি সমর্পিত-চিত মুসলিম রূপে আমাদের মৃত্যু ঘটিও। - সূরা আরাফ ১২৬।

১৯

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

'রব্বানা লা- তাজআলনা ফিতনাতাল লিল, কাওমিয যালিমীন ওয়া নাজ্জিনা বিরাহমাতিকা মিনাল কাওমিল কাফিরীন।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদেরকে এই অত্যাচারী কওমের ফেতনা-ফসাদের শিকারে পরিণত করিওনা। আর হে প্রভু-দয়াময়! তোমার অসমি অনুগ্রহে ঐ কাফেরদের দাসত্ব-শৃংখল থেকে তুমি আমাদের মুক্তি দান কর। - সূরা ইউনুস ৮৫ ও ৮৬।

২০

﴿فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾

'ফাতিরাছ্ ছামাওয়াতে ওয়াল আরজে আন্‌তা ওয়ালীয়্যি ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাতে তাওয়াফ্‌ফানী মুসলেমাও ওয়া আলহেক্‌নী বিস্‌সালেহীন।'

অর্থ : আসমান ও জমিনের উদ্ভাবক। তুমি আমার অভিভাবক এই দুনিয়ায় এবং আখেরাতে। তুমি আমার মওত দিও মুছলিম অবস্থায় আর আমাকে মিলিত করে দিও সৎকর্মশীল বান্দাদের সঙ্গে।

- সূরা ইউছুফ ১০১ আয়াত।

২১

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾

'রব্বিজ আল্‌নী মুকীমাস সালাতি ওয়া মিন যুরিরয়াতী, রববানা তাকাববাল দুআয়ি।'

অর্থ: হে আমার প্রভু-পরাওয়ারদেগার! এমনভাবে রেখো আমাকে, যেন আমি সর্বদা নামাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাখতে পারি- তথা আমার বংশধরদেরকেও আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! তুমি কবুল করো আমার দোআ। - সূরা ইবরাহীম ৪০।

২২

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

'রব্বিগফিরলী ওয়ালি ওয়ালি দাইয়া ওয়া লিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব।'

অর্থ : আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! তুমি ক্ষমা করিও আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিন বান্দাকে-হিসাব-নিকাশ অনুষ্ঠিত হবে যে দিন। - সূরা ইবরাহীম ৪১।

২৩

﴿رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

"রব্বির হাম্‌হুমা কামা রব্বাইয়ানী সাগীরা।"

অর্থ : হে আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার! এঁদের উপর (অর্থাৎ আমার পিতা-মাতার উপর) তুমি রহম কর- যেমন তাঁরা আমার পরওয়ারেশ করেছেন ছোট অবস্থায়। - সূরা বাণী ইসরাইল ২৪ ।

২৪

﴿رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾

'রব্বানা আতিনা মিল্লাদুন্কা রাহ্মানতান ওয়া হাইইয়ে লানা মিন আমরিনা রাশাদা।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! নিজের রহমত নামিয়ে দাও আমাদের উপর নিজেদের সাধনায় যাতে সিদ্ধিলাভ করতে পারি তুমি আমাদের জন্য তার সংস্থান করে দাও। - সূরা কাহাফ ১০।

২৫

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۞ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي﴾

'রব্বীশ রাহ্লী সাদ্রী। ওয়া ইয়াস্সীরলী আমরী। ওয়াহ্লুল ওক্দাতাম মিল্লিসানী।

অর্থ : হে আমার প্রভু- পরওয়ারদেগার! তুমি আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও। সত্য প্রচারের কাজকে আমার জন্য সহজ করে দাও। আর আমার জিহ্বার জড়তাকে তুমি দূর করে দাও- যাতে আমার কথা লোকে বুঝতে পারে। -সূরা তাহা ২৫, ২৬, ২৭ আয়াত।

২৬

﴿رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ﴾

'রব্বি আউযুবিকা মিন হামাযাতিশ্ শায়াতীনে। ওয়া আউযুবিকা রব্বি আঁই ইয়াহ্ যুরুন।'

অর্থ : হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আমি তোমার আশ্রয় নিতেছি। হে আমার প্রভু! শয়তানরা যাতে আমার কাছে না আতে পারে তজ্জন্য আমি তোমর শরণাপন্ন হতেছি।

- সূরা মুমিনূন ৯৮ আয়াত।

২৭

﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

রব্বি গফিরলানা ওয়ার হামনা ওয়া আনতা খায়রুর রাহেমীন।'

অর্থ : হে প্রভু পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি রহম কর, কেননা তুমিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুগ্রহকারী।

-সূরা মুমিনূন ১০৯।

২৮

﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

'রব্বিগফির ওয়ার হাম ওয়া আনতা খায়রুর রাহিমীন।'

অর্থ : হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। তুমি হলে সকল অনুগ্রহকারী অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহকারী। -সূরা মুমিনূন ১১৮।

২৯

﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾

'রব্বানাস রিফআন্না আযাবা জাহান্নামা, ইন্না আযাবাহা কানা গারামা, ইন্নাহা সা-আত মুসতাকররাঁও ওয়া মুকামা।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! জাহান্নামের আযাবকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দাও! নিশ্চয় তার আযাব সর্বনাশকর। -সূরা ফুরকান ৬৫।

৩০

﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

'রব্বানা হাবলানা মিন আয্ ওয়াজিনা ওয়া যুররিরয়াতিনা কুররাতা আইয়োনিন ওয়াজআল্না লিল মুত্তাকিনা ইমামা।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমাদের স্ত্রীদেরকে ও আমাদের সন্ততিদেরকে আমাদের নয়ন-অভিরাম বানিয়ে দাও, আর আমাদেরকে করে দাও পরহেযগার লোকদের জন্য আদর্শ স্বরূপ। - সূরা ফোরকান ৭৪।

৩১

﴿قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

'রব্বে আওজে'নী আন্ আশ্কুরা নে'মাতাকাল্লাতী আন্আম্তা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালে দাইয়া ওয়া আন আ'মালা সালেহান তারজা-হু ওয়া আছ্লেহ্লী ফী জুররিয়াতী, ইন্নি তুব্তো ইলায়কা ওয়া ইন্নী মিনাল মুছলেমীন।'

অর্থ : হে আমার প্রভু! তুমি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যেমন অনুগ্রহ করেছ, সে জন্য আমাকে তোমার কৃতজ্ঞ হওয়ার শক্তি দান কর। আর যে কাজ তোমার মনঃপুত আমাকে তা সম্পাদন করার ক্ষমতা দাও। আর আমার জন্য আমার বংশধরদেরকে বিশুদ্ধ বানাও। আমি তোমার কাছে তওবা করছি আর বলছি আমি তোমাতে নিবেদিত প্রাণ মুসলিম গণের শ্রেণীভুক্ত। – সূরা আহ্কাফ ১৫ আয়াত।

৩২

﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

'রব্বানাগ্ ফিরলানা ওয়ালি এখ্ ওয়ানিনাল্লাযীনা সাবাকূনা বিল ঈমানি ওয়ালা তাজআল ফী কুলূবিনা গিল্লাল্ লিল্লাযীনা আমানূ রব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রহীম।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে ক্ষমা কর, আরও ক্ষমা কর আমাদের সেইসব ভাইকে– যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে; আর মোমিনদের সম্পর্কে আমাদের মনে কোনও কুভাবের উদ্রেক হতে দিও না! হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! নিশ্চয় তুমি হচ্ছ প্রেম-প্রবণ, কৃপানিধান। – সূরা হাশর ১০ আয়াত।

৩৩

﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

'রব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কাল্‌না ওয়া ইলাইকা আন্‌বনা ওয়া ইলাইকাল মাসীর।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার! আমরা আপনার উপর ভরসা করছি, আপনার প্রতি মনসংযোগ স্থাপন করছি আর আপনার দিকেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। – সূরা মুমতাহেনাহ ৪।

৩৪

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

'রব্বানা লা-তাজআল্‌না ফিতনাতাল্‌ লিল্লাযীনা কাফারূ ওয়াগ্‌ফিরলানা রব্বানা ইন্নাকা আনতাল আযীযুল হাকীম।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের ফেত্‌নার স্থলে পরিণত করোনা, আর আমাদের পাপগুলোকে তুমি ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি মহা পরাক্রান্ত – প্রজ্ঞাময়।

– সূরা মুমতাহেনা ৫ আয়াত।

৩৫

﴿رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

রব্বানা আতমিম লানা নূরানা ওয়াগ্‌ ফিরলানা, ইন্নাকা আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর।'

অর্থ : হে আমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার! আমাদের নূরকে আমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দাও, আর আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি হলে সকল বিষয়ে শক্তিমান। – সূরা তাহ্‌রীম ৮ আয়াত।

৩৬

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্‌তু মিযায যালিমীন।'

অর্থ : (হে আল্লাহ্‌) তুমি ব্যতীত আর কেউ উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমি অপরাধী। (ক্ষমা করে আমাকে বিপদমুক্ত কর।)

– সূরা আম্বিয়া ৮৬।

একশত দোআ

১। ঋণ থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضَلَعِ الدَّيْنِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন যালাইদ্ দায়নে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! ঋণের বোঝা থেকে তোমার কাছে আমি মুক্তি চাই।

– বুখারী, মুসলিম।

২। ব্যবসায় ক্ষতি থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُصِيْبَ فِيْهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন উসীবা ফাহা সাফ্কাতান খাসেবাতান।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে লোকসানজনক কেনা-বেচার ক্ষতি থেকে বাঁচতে চাই। – বায়হাকী।

৩। ধাতু-দৌর্বল্য থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শাররে মানীইন'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি ধাতু-দৌর্বল্য থেকে পরিত্রাণ চাই। –তিরমিযী।

৪। কানের ক্ষতি থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَمْعِيْ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শাররে সাময়ী'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আমার কানের ক্ষতি থেকে পরিত্রাণ চাই। –তিরমিযী।

৫। চোখের অপকারিতা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ بَصَرِيْ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শাররে বাসারী।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! চোখের ক্ষতি থেকে তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই।-নাসায়ী।

৬। জিহ্বার অপকারিতা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ لِسَانِيْ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শাররে লেসানী'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি জিহ্বার অপকারিতা থেকে বাঁচতে চাই। -নাসায়ী।

৭। মনের অপকারিতা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ قَلْبِيْ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শাররে কালবী।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে মনের অপকারিতা থেকে বাঁচতে চাই। –তিরমিযী।

৮। খারাপ চরিত্র থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাকে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে মন্দ চরিত্র থেকে বাঁচতে চাই।
–তিরমিযী।

৯। খারাপ কাজ থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَعْمَالِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন মুনকারাতিল আমালে।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে মন্দ আমল থেকে মুক্তি চাই।
-তিরমিযী।

১০। মন্দ আকাঙ্খা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الأَهْوَاءِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল আহ্ওয়ায়ে।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি মন্দ আকাঙ্ক্ষা থেকে পরিত্রাণ চাই। -তিরমিযী।

১১। শ্বেতরোগ থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল বারাসে।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে শ্বেতরোগ থেকে বাঁচতে চাই।

-আবু দাউদ।

১২। কুষ্ঠরোগ থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُذَامِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জুযামে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি কুষ্ঠরোগ থেকে বাঁচতে চাই।

-আবু দাউদ।

১৩। মাতলামী থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُنُونِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জুনুনে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! পাগলামী থেকে আমি তোমার কাছে মুক্তি চাই।

-আবু দাউদ।

১৪। সর্বপ্রকার খারাপ ব্যাধি থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন সাইয়ে-ইল আস্কামে'

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে সর্বপ্রকার খারাপ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ চাই। -নাসায়ী।

১৫। ক্ষুধার কষ্ট থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জূয়ে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ক্ষুধার্ত অবস্থা থেকে বাঁচতে চাই। - ইবনে মাজাহ।

১৬। বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খিয়ানাতে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বাঁচতে চাই। -নাসায়ী।

১৭। সত্যের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাশ্ শেকাকে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি বিশ্বাসঘাতকতা থেকে পরিত্রাণ চাই। -আবু দাউদ।

১৮। কপটতা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ النِّفَاقِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনান্ নেফাকে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে কপটতা থেকে মুক্তি চাই।

-আবু দাউদ।

১৯। কাপুরুষতা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জুব্‌নে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে কাপুরুষতা থেকে বাঁচতে চাই।

-নাসায়ী।

২০। কৃপণতা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল বোখ্‌লে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! কৃপণতা থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও। -নাসায়ী।

২১। বার্ধক্যের কষ্ট থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ سُوْءِ الْعُمُرِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন সূইল উমরে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! বার্ধক্যের কষ্ট থেকে তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই।

-আবু দাউদ।

২২। অন্তরের কুটিলতা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ফিতনাতিস্ সাদরে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে অন্তরের কুটিলতা থেকে পরিত্রাণ চাই। - আবু দাউদ।

২৩। যে এলেম উপকারে আসে না থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ইলমিন লা ইয়ানফা ও'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! যে বিদ্যা উপকারে আসে না– সে বিদ্যা থেকে তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই। -আহমদ।

২৪। যে অন্তর গলে না– তা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন কালবিন লা-ইয়াখ্ শা-ও'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! যে অন্তর গলে না, সে অন্তর থেকে তোমার কাছে বাঁচতে চাই। -আবু দাউদ।

২৫। যে মন তৃপ্তি লাভ করে না-তা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন নাফসিন লা-তাশ্‌বাও'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! যে মন তৃপ্তি লাভ করে না-তা থেকে তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই। -আহমদ।

২৬। যে দোআ কবুল হয় না তা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন দোআইন লা-ইয়োস্‌মাও'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! যে দোআ কবুল হয় না-তা থেকে তোমার কাছে বাঁচতে চাই। -আবু দাউদ।

২৭। অভাব থেকে বাঁচার দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল ফাক্‌রে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে অভাব থেকে পরিত্রাণ চাই।

-আবু দাউদ।

২৮। অস্বচ্ছতা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কিল্লাতে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে অস্বচ্ছতা থেকে মুক্তি চাই।

-আবু দাউদ।

২৯। অপমান থেকে বাঁচার দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الذِّلَّةِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনায্‌ যিল্লাতে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে অপমান থেকে বাঁচতে চাই।

-আবু দাউদ।

৩০। অত্যাচারী হওয়া থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ﴾

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে অত্যাচারী হওয়া থেকে রক্ষা কর।

-নাসায়ী।

৩১। অত্যাচারীত হওয়া থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُظْلَمَ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আন উযলামা'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে অত্যাচারিত হওয়া থেকে পরিত্রাণ চাই। -নাসায়ী।

৩২। বিপদের কষ্ট থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جُهْدِ الْبَلَاءِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন জুহ্‌দিল বালায়ে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে বিপদের কষ্ট থেকে বাঁচতে চাই।-বুখারী-মুসলিম।

৩৩। দুর্ভাগ্যের আক্রমণ থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন দারকিশ শেকায়ে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে দুর্ভাগ্যের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ চাই। -বুখারী মুসলিম।

৩৪। তকদীরের মন্দ থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন সূইল কাযায়ে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে তকদীরের মন্দ থেকে পরিত্রাণ চাই। -বুখারী মুসলিম।

৩৫। দুশমনের হাসি-উল্লাস থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শামাতাতিল আ-দায়ে'

অর্থ : হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি দুশমনের হাসি-বিদ্রুপ থেকে পরিত্রাণ চাই। -বুখারী মুসলিম।

৩৬। দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়ার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মে'

অর্থ : হে আল্লাহ্! দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তোমার কাছে আমি পানাহ চাই। -বুখারী মুসলিম।

৩৭। শোক থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْحُزْنِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হুযনে'

অর্থ : হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি শোক থেকে বাঁচতে চাই।

-বুখারী, মুসলিম।

৩৮। অক্ষমতা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল আজ্যে'

অর্থ : হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে অক্ষমতা থেকে পরিত্রাণ দাও।

-বুখারী মুসলিম।

৩৯। সংযমী হওয়ার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا﴾

'আল্লাহুম্মা আ-তে নাফ্সী তাক্ওয়াহা'

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমার আত্মাকে সংযম দান কর। -মুসলিম।

৪০। পবিত্র আত্মার জন্য দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ زَكِّهَا﴾

'আল্লাহুম্মা আ-তে নাফ্সী যাক্কেহা'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার আত্মাকে পাক-পবিত্র কর। -মুসলিম।

৪১। আল্লাহ্র নেয়ামত যাতে কমে না যায় তজ্জন্য দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন যাওয়ালে নে'মাতেকা'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমার উপর তোমার নে'মাতের হ্রাসপ্রাপ্তি থেকে তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই। -মুসলিম।

৪২। শান্তির বিবর্তন থেকে বাঁচার দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন তাহাব্বুলে আফিয়াতেকা।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমার উপর তোমার যে শান্তি, তার যাতে হ্রাসপ্রাপ্তি না ঘটে-তা থেকে মুক্তি চাই। -মুসলিম।

৪৩। আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন কুযাআতে নেক্মাতেকা'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার শাস্তির আকস্মিক আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ চাই। -মুসলিম।

৪৪। আল্লাহ্র অসন্তোষ থেকে বাঁচার দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَمِيْعِ سَخَطِكَ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন জামীয়ে সাখাতেকা'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার যাবতীয় অসন্তুষ্টি থেকে পরিত্রাণ চাই। -মুসলিম।

৪৫। কৃতকর্মের অপকারিতা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শাররে মা আমেলতো'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! যে কাজ করেছি তার ক্ষতি থেকে তোমার কাছে পানাহ্ চাই। -মুসলিম।

৪৬। যে কাজ করা হয়নি তার ক্ষতি থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শাররে মা-লাম আ'মাল'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! যে কাজ করিনি-তার ক্ষতি থেকে তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই। -মুসলিম।

৪৭। উপরে কিছু ধ্বসে পড়া থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدَمِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাদামে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমার উপর কিছু ধ্বসে পড়া থেকে তোমার নিকট পরিত্রাণ চাই। -নাসায়ী।

৪৮। উপর হতে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাত্ তারাদ্দি'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে উপর থেকে পড়ে যাওয়া হতে বাঁচতে চাই। -নাসায়ী।

৪৯। পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল গারাকে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে তোমার কাছে আমি পরিত্রাণ চাই। -নাসায়ী।

৫০। আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْحَرَقِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হারাকি'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে তোমার কাছে আমি পরিত্রাণ চাই। -আবু দাউদ।

৫১। বার্ধক্য থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হারামে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি বার্ধক্য থেকে বাঁচতে চাই।

-আবু দাউদ।

৫২। পথভ্রষ্ট হয়ে না মরার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আন আমুতা ফী সাবীলেকা মুদবেরান'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি পথভ্রষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে পরিত্রাণ চাই। -আবু দাউদ।

৫৩। দংশিত হতে মৃত্যুবরণ করা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغًا﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আন আমুতা লাদীগান'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! দংশিত হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই। -নাসায়ী।

৫৪। মওতের সময় শয়তানের গোমরাহী থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَّتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আন ইয়াতাখাব্বাতানিশ শয়তানো ইনদাল মাওতে।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! মৃত্যুর সময় তোমার কাছে শয়তানের গোমরাহী থেকে তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই। -নাসায়ী।

৫৫। মানুষের জবরদস্তি থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা গালাবাতির রেজালে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে মানুষের জবরদস্তি থেকে পরিত্রাণ চাই। -বুখারী মুসলিম।

৫৬। পাপ থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মা'সামে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি পাপ থেকে বাঁচতে চাই।

-বুখারী, মুসলিম।

৫৭। রাতের অমঙ্গল হতে থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শাররে হাযিহিল লায়লাতে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে এই রাতের অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণ চাই।

৫৮। দুনিয়ার ফেৎনা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ফেৎনাতিদ্ দুনয়া'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে দুনিয়ার ফেৎনা থেকে পরিত্রাণ চাই। -মুসলিম।

৫৯। কবরের আযাব থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القبر﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণ চাই। -মুসলিম।

৬০। দোযখের আযাব থেকে বাঁচার দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনান না-রে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে দোযখের আযাব থেকে পরিত্রাণ দাও।

৬১। অকর্মন্য বয়স থেকে বাঁচার দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আরযালিল উমুরে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি অকর্মন্য বয়স থেকে পরিত্রাণ চাই। -বুখারী।

৬২। অহঙ্কার থেকে বাঁচার দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكِبْرِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কিব্‌রে।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে অহঙ্কার থেকে পরিত্রাণ চাই। -আবু দাউদ।

৬৩। উচ্চ পরিষদে স্থান চাওয়ার দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِي النَّدِيِّ الأَعْلٰى﴾

'আল্লাহুম্মায্ আল্‌নী ফীন নাদীঈল আ'লা'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে উচ্চ পরিষদে স্থান দান কর। -আবু দাউদ।

৬৪। লোভ লালসা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ طَمَعٍ يَّهْدِيْ إِلٰى طَبَعٍ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন তামাইন ইয়াহ্দী ইলা তাবাইন।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! যে লোভ-লালসা অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়– সেই লোভ লালসা থেকে তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই। -আহমদ।

৬৫। সুস্থ স্বাস্থ্য চাওয়ার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাস সিহ্হাতা'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে শারীরিক সুস্থতা চাই।

-বায়হাকী।

৬৬। উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الْخُلُقِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা হুসনাল খুলুকে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে উত্তম চরিত্র চাই। -বায়হাকী।

৬৭। আল্লাহ্র হুকুমে রাযী থাকার তওফীক চাওয়ার দোআ

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَدَرِ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকার রেযা বিল কাদরে।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে তোমার হুকুমের প্রতি রাযী থাকার তওফীক চাই। -বায়হাকী।

৬৮। অন্তরের কপটতা থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ﴾

'আল্লাহুম্মা তাহ্হের কাব্বী মিনান নিফাকে।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমার অন্তরকে তুমি মুনাফেকী থেকে পবিত্র করে দাও। -বায়হাকী।

৬৯। লোক দেখানো কাজ থেকে বাঁচার দোআ

﴿اللَّهُمَّ طَهِّرْ عَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ﴾

'আল্লাহুম্মা তাহ্হের আমালী মিনার রেয়ায়ে।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! লোক দেখানো আমল থেকে তুমি আমাকে পাক-পবিত্র করে দাও। -বায়হাকী।

৭০। জবানকে মিথ্যা থেকে পবিত্র করার দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ لِسَانِيْ مِنَ الْكِذْبِ﴾

'আল্লাহুম্মা তাহ্হের লেসানী মিনাল কিয্বে।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে পবিত্র করে দাও। -বায়হাকী।

৭১। আল্লাহ্র মহব্বত চাওয়ার দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْحُبَّ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা হুব্বাকা।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি আমার কাছে তোমার মহব্বত চাই।

-তিরমিযী।

৭২। আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের ভালবাসা চাওয়ার দোআ

﴿لَلّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ حُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা হুব্বা মাই ইয়োহিব্বুকা।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমাকে যে ভালবাসে তার ভালবাসা আমি চাই।

-তিরমিযী।

৭৩। যে কাজ আল্লাহ্র দিকে নিয়ে যায় সে কাজের জন্য দোআ

﴿اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আমালাল লাযী ইয়োবাল্লেগুণী হুব্বাকা।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি ঐ কাজের শক্তি চাই, যে কাজ আমাকে তোমার মহব্বতের দিকে নিয়ে যাবে। -তিরমিযী।

৭৪। মঙ্গলজনক অবস্থায় বেঁচে থাকার দোআ

﴾اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا مِّنِّيْ﴿

'আল্লাহুম্মা আহ্‌য়িনী মা আলিমতাল খায়রাল্‌লী।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ততদিন বাঁচিয়ে রাখো। যতদিন বেঁচে থাকাটা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়। -নাসায়ী।

৭৫। কল্যাণকর মৃত্যুর জন্য দোআ

﴾اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّيْ﴿

'আল্লাহুম্মা তাওয়াফ্‌ফানী ইযা আলমেতাল ওয়াফাতা খায়রাল্‌লী।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে মৃত্যু দান করবে-যখন তুমি মৃত্যুকে আমার জন্য কল্যাণকর মনে করবে। -নাসায়ী।

৭৬। সত্য কথা বলার সাহস চাওয়ার দোআ

﴾اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ﴿

'আল্লাহুম্মা আস্‌আলুকা কালেমাতাল হাক্কে ফিররেযা ওয়াল গাযাবে।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! সন্তোষে ও অসন্তোষে তোমার কাছে আমি সত্য কথা বলার তওফীক চাই। -নাসায়ী।

৭৭। মধ্যপ্রন্থা অবলম্বন করার তওফীক চাওয়ার দোআ

﴾اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى﴿

'আল্লাহুম্মা আস্‌আলুকা কাযা ফিল্লফাকরে ওয়াল গেনা।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি অভাব ও স্বচ্ছলতার মধ্যপন্থা অবলম্বন করার তওফীক চাই। -নাসায়ী।

৭৮। রাতে বিছানায় শুয়ে গালের নিচে হাত রেখে পড়ার দোআ

﴾اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا﴿

'আল্লাহুম্মা বে-এসমেকা আমুতো ওয়া আহ্‌ইয়া।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নামে মরি ও তোমার নামে বাঁচি।

-বুখারী।

৭৯। ঘুম থেকে জেগে উঠে পড়ার দোআ

﴾الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ﴿

'আল্‌হামদো লিল্লাহিল লাযী আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ও ইলায়হিন নুশুর।'

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র শোকর যিনি মারার পর আমাদেরকে জীবিত করলেন আর তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। -বুখারী।

৮০। পায়খানায় প্রবেশকালে দোআ

﴾اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ﴿

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুব্‌ছে ওয়াল খাবায়েছে'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌! দুষ্ট স্বভাবের জিন্নাত নর-নারীরা অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আমি পরিত্রাণ চাই। -বুখারী, মুসলিম।

৮১। পায়খানা হতে বহির্গত হওয়ার সময়ে দোআ

﴾غُفْرَانَكَ﴿

'গুফ্‌রা-নাকা'।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছি। -আহমদ।

৮২। মসজিদে প্রবেশকালের দোআ

﴾اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ﴿

'আল্লাহুম্মাফ্‌ তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহ্‌মাতিকা।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও। -মুসলিম।

৮৩। মসজিদ হতে বের হওয়ার সময়ের দোআ

﴾اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ﴿

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলোকা মিন ফায্‌লেকা।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি। -মুসলিম।

৮৪। রোযা ইফতারের সময়ের দোআ

﴿اللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ افْطَرْتُ﴾

'আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়া আলা রিয্ কিফা আফ্তারতু।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমারি জন্যে রোযা রেখেছি আর তোমারি দেওয়া খাদ্য দিয়ে আমি ইফতার করছি।

৮৫। ইফতারের শেষের দোআ

﴿ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ﴾

'যাহাবায্ যামাও ওয়াব্ তাল্লাতিল উরুকো ওয়া ছাবাতাল আজরো ইন্শাআল্লাহ্।'

অর্থ ঃ হে পিপাসা নিবারিত হলো, ধমনীসমূহ সিক্ত হলো, আর আল্লাহ্র ইচ্ছায় পূণ্য প্রতিষ্ঠিত হলো। -আবু দাউদ।

৮৬। খাওয়া শেষ করার পর এই দোআ

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ﴾

'আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আত্ আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মুসলিমীন।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্র জন্যে যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন পান করালেন আর আমাদেরকে মুসলমান করেছেন। -আবু দাউদ।

৮৭। দুধ ছাড়া অন্য কোন খাবার খেয়ে দোআ

﴿اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ﴾

'আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফিহে ওয়া আত্ ইমনা খায়রাম মিনহো।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের তুমি এই খাদ্যে বরকত দান করো; আর এর চেয়ে উত্তম খাদ্য খাওয়াও। -আবু দাউদ।

৮৮। দুধ পান করার পর দোআ

﴿اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ﴾

'আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফীহে ওয়া বিদ্না মিনহো।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের এই খাদ্যে তুমি বরকত দান কর এর এর চেয়ে অধিক খাদ্য দান কর। -আবু দাউদ।

৮৯। কেউ যিয়াফত দিয়ে খাওয়ালে খাওয়ার শেষে যিয়াফতকারীর জন্য এই দোআ

﴿اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيْهِمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ﴾

'আল্লাহুম্মা বারেকলাহুল ফীমা রাযাক্তাহুম ওয়াগ্ ফিরলাহুম ওয়ার হামহুম।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি যিয়াফতকারীকে যে রুযি দিয়েছো তাতে বরকত দান কর, তাদের গুনাহ্ মাফ করো। আর তাদের প্রতি দয়া করো।

-মুসলিম।

৯০। অশেষ নেয়ামত চাওয়ার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলোকা নাঈমান লা-ইয়ান ফাদো।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে এমন নেয়ামত চাই-যা কখনো শেষ হবে না। -নাসায়ী।

৯১। চোখ জুড়াবার জিনিস চাওয়ার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ قُرَّةَ أَعْيُنٍ لَا تَنْقَطِعُ﴾

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলোকা কুররাতা আয়নিন লা তানকাতেও'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে চাই চোখ জুড়াবার জিনিস যা কখনো বন্ধ হবে না। -নাসায়ী।

৯২। ঈমানের ভূষণে ভূষিত হওয়ার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ﴾

'আল্লাহুম্মা যাইয়েন্না বে-যিনাতিল ঈমানে।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে ঈমানের ভূষণে ভূষিত কর।

-নাসায়ী।

৯৩। পথপ্রাপ্ত ও পথ প্রদর্শক হওয়ার দোআ

﴿اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْدِيِّيْنَ﴾

'আল্লাহুম্মাজ আলনা হুদাতাম মাহদীঈন।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তুমি পথপ্রাপ্ত ও পথ প্রদর্শক কর।

-নাসায়ী।

৯৪। তওবা কবুল হওয়ার জন্য দোআ

﴿يَا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ﴾

'ইয়া রাব্বে তাক্কাবাল তাওবাতী।'

অর্থ ঃ হে প্রভু! তুমি আমার তওবা কবুল কর। -তিরমিযী।

৯৫। গোনাহ ধুয়ে দেওয়ার জন্য দোআ

﴿يَا رَبِّ اغْسِلْ حَوْبَتِيْ﴾

'ইয়া রাব্বেগ্‌সেল হাওবাতী।'

অর্থ ঃ প্রভু হে! তুমি আমার গোনাহ-খাতা ধুয়ে দাও। -তিরমিযী।

৯৬। ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য দোআ

﴿يَا رَبِّ أَجِبْ دَعْوَتِيْ﴾

'ইয়া রাব্বে আজেব দা'ওয়াতী।'

অর্থ ঃ হে প্রভু! তুমি আমার ডাকে সাড়া দাও। -ইবনে মাজা।

৯৭। নব বর-বধুর জন্যে দোআ

﴿بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِالْخَيْرِ﴾

'বারাকাল্লাহ লাকা ওয়া বারাকা আলায়কুমা ওয়া জামাআআলনাকুমা বিল খায়রে।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দিন। তোমাদের উভয়ের প্রতি বরকত নাযেল করুন, আর তোমাদেরকে কল্যাণের সাথে রাখুন। -আহমদ।

৯৮। উপরে উঠার সময় বলতে হয়

﴿اللهُ أَكْبَرُ﴾

'আল্লাহু আকবার'

অর্থ ঃ আল্লাহ্ সব থেকে বড়। -বুখারী।

৯৯। নিচে নামার সময় বলতে হয়

﴿سُبْحَانَ اللهِ﴾

'সুবহানাল্লাহ'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। -বুখারী।

১০০। চিন্তাগ্রস্ত হলে এই দোআ পড়তে হয়

﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ﴾

'ইয়া হাইও, ইয়া কাইউমো বেরাহমাতিকা আসতাগিছু।'

অর্থ ঃ হে চিরঞ্জীব! হে চির প্রতিষ্ঠিত ঃ (আল্লাহ্) আমি তোমার দয়ার ভিখারী। -তিরমিযী।

Allah

